

”নারী দিবসের কথকতা”

সারা পৃথিবী তথা বাংলাদেশেও খুব ঘটা করে আর্সজাতিক নারী দিবস উৎযাপিত হল। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী এ উপলক্ষে সভা আয়োজন করে বকত্বা দিলেন পত্রিকায় সে খবরও দেখলাম। দিবসের ঘটা আমাদের দেশে খুবই দেখা যায়। ঘটা করে দিবস উৎযাপন তারপর রোজকার দৈনন্দিন জীবনযাপন, আর কোথাও তার কোন ছোয়া নেই।

প্রবাসে সমস্ত ঘরকন্নার কাজ মোটামুটি নিজ হাতে করতে হয় বলে প্রবাস জীবনের উপর খুব বিরক্ত হয়ে থাকি অনেকটা সময়। পাশাপাশি নিজের পরিবারের আর নিজের সস্কৃতির অভাব বোধ তো আছেই। আবার কিছু কিছু সময় এও ভাবি যে সন্মান আর নিরাপত্তা নিয়ে প্রবাসে আছি তার বিন্দু মাত্র কি নিজ দেশে আশা করতে পারি? কয়েকটা ঘটনা জুরব আজ এ প্রসংগে। আমরা সবাই জানি সারা পৃথিবী জুরে খুব জোরেশোরে মিলিনিয়াম উৎযাপনের কথা। প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে অনেক বড় উৎসব করে নুতন শতাব্দীকে স্বাগত জানানো হবে অনেক আগে থেকেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, আমরা অনেকেই শীতের কাপুনি উপেক্ষা করে বিভিন্ন দেশ থেকে ৪০০/৫০০ কিঃমিঃ গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছিলাম জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শামিল হতে। একবারও বিন্দুমাত্রও ভাবিনি আমরা বিদেশী এই বিদেশে বিভূইয়ে এত রাতে কোথায় যাবি? যদি কোন বিপদ হয়? অথচ এর পরের দিন আমরা ইন্টারনেটে পত্রিকায় আমাদের নিজের দেশে যা ঘটতে দেখলাম তার কোন জবাব নেই। খবরে প্রকাশ বাধন নামের এক তরনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলিনিয়াম উৎসবে যোগ দিতে এসে নিজ দেশে লান্চিত হয়েছেন!! আমি ২০০১ সালের জানুয়ারীতে দেশে গেলাম, সারা ঢাকা জুরে তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান আলাপই হল এই বাধন।

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মহিলাদের সুচিন্তিত মতামত হল - মেয়েটাই খারাপ নইলে এত রাতে কোন ভদ্রঘরের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যায় কোন সাহসে? মেয়েটার মোটেই ঘরের বাহির হওয়া উচিত হয় নাই। এর মানে কি তাহলে এই ধরে নিব- ভদ্রলোকের ছেলেরা কোন মেয়ে দেখলেই হিংস্র পশুর মত মাংসের টুকরা মনে করে তার উপর ঝাপিয়ে পড়বে?

নেদারল্যান্ড আর্সজাতিক ফুটবলম্যাচে অংশ নেয় এবং কখনো কখনো জয়ীও হয়। বিশেষ করে উইক এন্ডে খেলায় জিতলে তো কথাই নেই উৎসব উৎসব চতুর্দিক। আমরাও অনেক সময় বেড়িয়ে পরি সিটি সেন্টারে উৎসবে যোগ দিতে। গান হয়, নাচে একসাথে সবাই মিলে। যখন এমনি উৎসব চতুরে হাটি তখন মনে মনে হাজার বার ভাবি বাংলাদেশ যদি কখনও এমনি করে ক্রিকেটে বা কোন খেলায় জিতে তবে কি আমাদের কখনও ভাগ্য হবে বাবা-মা, ভাই-বোনের হাত ধরে নেচে নেচে গেয়ে হাত তালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করি?

কর্মজীবী মহিলা হিসাবে আমি একা নই আরও অনেককে বিভিন্ন কারণে অনেক রাত বিরাতে একা একা কর্মস্থল হতে বা দোকান বিপনি কেন্দ্র হতে বাসায় ফিরতে হয়। যতবারই এমনি একা ফিরি তখনই মনে পরে দেশের কথা। ঢাকাতে এতটি বছর কাটিয়েছি কখনও কি রাত ৯/১০ টায় একা গেটের বাইরে বের হওয়ার কথা ভেবেছি নাকি সাহস করেছি। ঢাকার নারী দিবসের ঘটা দেখে তাই ভাবলাম- বিদেশে থেকে দেশের অনেক কিছু হতে বঞ্চিত আছি কিন্তু স্বাধীন মানুষ হিসেবে নিজেকে রক্ষা করে বেচে থাকার যে আশা টুকু নির্ভয়ে পেয়েছি তাই বা কম কিসে। আমাদের দেশের মেয়েরাও কি পারবে না কখনও এমনি স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে, নাকি গুধুই ঘটা করে দিবসই পালন করে যাবে?

তানবীরা তালুকদার।

২১-০৩-২০০৫।

